রাসূলের [সা.] শানে বিশ্ব মনীষীদের কাব্যের অনুবাদ

নাতিয়াতুন নবী

আসাদ বিন হাফিজ

রাসূল [সা.] কে নিবেদিত
বিশ্ববরেণ্য কবিদের কবিতার অনুবাদ

নাতিয়াতুন নবী

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

www.pathagar.com

নাতিয়াতুন নবী
অনুবাদ : আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশক : প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৩
প্রচ্ছদ : রফিকুল্লা গাজালী
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

NATIATUNNABI
Poem From H0ly Siratunnabi [Sm.]
Translated by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: July 2003
PRICE : Tk. 50.00

ISBN 984-581-207-4

www.pathagar.com

সূচীপত্র

রাসূলপূর্ব যুগের কবি আস'আদ ইব্ন কারব আল-হিমায়ারী/ যে আসেনি এখনো ১১
রাসূলপূর্ব প্রাচীন আরবের গনক ও কবি খাতর ইবন মালিক/ ঈমান ১২
রাসূলের[সা.] জামানার বয়োবৃদ্ধ কবি ওরাকা ইব্ন নওফল/ আহমদ, আল্লাহর রাসূল ১৩
রাসূল [সা.]-এর চাচা কোরাইশ সরদার আবূ তালিব / নিন্দার ভয়ে ১৪
শায়েরুন্নী হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) / শোকগাথা ১৫
রাসূলের প্রিয় কবি হযরত সাওয়াদ ইবন কারব (রা.)/ কাসিদা ১৬
ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আলী আদ দাইবাহ আশশায়বানী/নক্ষত্রের অধিক ১৭
হযরত কবি নাবেগাহ আল জায়দী / তাকওয়ার পোশাক ১৮
হযরত কবি আল আশয়ী / যদি না আসতেন নবী ১৯
হযরত কবি আবুল আ'লা মায়া'রী / কল্যাণের অফুরন্ত ধারার বাহক ২০
হযরত কবি আল কামিত / শুধু তোমার জন্য ২১

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) / যে নবীকুল সম্রাট ২২
অমর ফার্সী কবি শেখ মসলেহ উদ্দীন সা'দী(র.)[শেখ সাদী] / দু'টি না'ত ২৩
ফার্সী সাহিত্যের অমর কবি ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী (র.) / তিনটি না'ত ২৪
পঞ্চদশ শতাব্দীর ফার্সী কবি মোল্লা আবদুর রহমান নুরুদ্দিন জামী/সে নামের গুণে ২৫
ফার্সী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি হযরত খাকানী শিরওয়ানী(র.)/ জীবনের ছবি ২৫
সুবিখ্যাত ফার্সী কবি হযরত নিজামী গাঞ্জভী(র.) / আজো জন্মেনি সে কবি ২৬
ফার্সী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি সানায়ী গজনভী / আখেরী নবী ২৭
ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর / রাসূলের প্রেমে ২৮
ফার্সী সাধক মীর্জা মাজহার জানে জাঁনা / দু'জন দু'জনার ২৮
প্রখ্যাত ফার্সী কবি বাহার মালেকুশ শোয়ারা খোরাসানী / দয়ার নবী ২৯
অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি রাকনুদ্দীন আওহেদী / নূর-এ-ইলাহী ২৯

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাও. কাশেম নানতুবী/ শাফায়াতের কাণ্ডারী ৩০
প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী(র.)/ রহমতের ভাণ্ডারের চাবি ৩১
চতুর্দশ শতাব্দীর কবি আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী / সুউচ্চ তোমার শান ৩২
উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি জিগর মুরাদাবাদী / নবীগণের গর্ব হে রাসূল ৩৩
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদী / আমার দীল ৩৪
ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধক কবি কলন্দর বখত জুরআত / প্রশংসার স্পর্ধা ৩৫
কালজয়ী উর্দু কবি দাগ দেহলভী / ১. প্রার্থনা, ২. সৌভাগ্য আমাদের ৩
উর্দু সাহিত্যের অমর কবি জোশ মালিহাবাদী / হে প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র ৩
মুজাহিদ নেতা হযরত মাও.ইসমাঈল শহীদ (র.)/ ভালবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন ৪৪
লাখনৌর প্রখ্যাত উর্দু কবি আরযু / সরওয়ার-ই-কাওনাইন (সা.) ৪৫
মশহুর উর্দু ও ফার্সী কবি নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্ / ওগো নবী ৪৭
হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী / নাতিয়াতুন্নবী ৪৮

www.pathagar.com

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান
হাফেজ আকরাম ফারুক
তাহেরা ইবনে রমিজ
এ গ্রন্থের পেছনে যাঁদের রয়েছে অনন্য অবদান

www.pathagar.com

ভূমিকা

১. ক.

রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ [সা.] ছিলেন মানবতার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন প্রেম ও ভালবাসার নবী। মানুষের জন্য তাঁর অপরিসীম দরদ ও ভালবাসার সেই শক্তি স্থান ও কালের সীমানা অতিক্রম করে এতটাই পরিব্যপ্ত হয়ে আছে যে, হাজার বছর পরও পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে সেই ভালবাসার দুর্দম টান অনুভব করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষ। এই ভালবাসার শক্তি বড় তীব্র। সে শক্তিগুণেই ভালবাসা সর্বদা অন্যের ভালবাসায় সিক্ত হয়। নবীর সেই অপরিমেয় ভালবাসার সুবাস-সিক্ত মানুষ বিগলিত চিত্তে নবীর প্রতি নিজেদের ভালাবাসা প্রকাশ করেছে অন্তর নিঙড়ানো ভক্তি ও শ্রদ্ধায়। কেবল মুসলমান নয়, অমুসলিমগণও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই।

খ.

মানুষ নবীর প্রতি তাদের প্রেম ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছে নানা রঙে, নানা ভাবে, নানা ভাষায়। শিল্পীগণ তাদের শিল্পের তুলিতে, গায়কগণ সুরেলা গানে, লেখকগণ লেখনির মাধ্যমে, কবিগণ কবিতায় এ প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর ওপর রচিত হয়েছে পঞ্চাশ হাজারের অধিক গ্রন্থ। লক্ষ লক্ষ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে তাঁর গুণ-মহিমা। কবিতা কত রচিত হয়েছে তা নির্নয় করাও আজ দুঃসাধ্য।

গ.

সাধারণত কারো প্রশংসা বা গুণকীর্তন শুরু হয় তার মহৎ কীর্তিগাথা দেখার পর। কিন্তু মহানবীর প্রশংসাগীতি শুরু হয়েছে সৃষ্টির শুরু থেকে। তাঁর জন্মেরও ৭০০ বছর আগে তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন কবি আসআদ ইবন কারব আল হিমায়ারী। এ গ্রন্থের কবি আস'আদ ইব্ন কারব আল-হিমায়ারী, খাতর ইবন মালিক, ওরাকা ইবন নওফল, আবু তালিব এঁরা সবাই রাসূলপূর্ব জামানার কবি। তাঁকে নিয়ে কাব্যচর্চার সেই যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, তার ধারাবাহিকতা কোনদিন স্তিমিত হয়নি বরং যুগের বিবর্তনে সে ধারা কেবল পল্লবিত ও বলিষ্ঠতরই হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়না, যখন তাঁর নামে গুণকীর্তন বন্ধ থাকে। কাব্যচর্চার এ ধারায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ভাষায় যে অগণিত কবিতা রচিত হয়েছে তার থেকে বাছাই করে এখানে সামান্য কয়টি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

২. ক.

এখানে যাঁদের কবিতা সংকলিত হয়েছে তাঁরা সকলেই পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মনীষায় কেবল যুগ যুগ নয় শতাব্দীর পর শতাব্দী স্নাত হয়েছে মানুষ। নবীপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে অন্তর্গত চেতনায়। দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে সেইসব নন্দিত শব্দমালা ছড়িয়ে পড়েছে দিক-দিগন্তে। সেই সম্মোহনী শব্দমালার সামান্য কিছু কণা আমি আমার মাতৃভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিছু কবিতা নিয়েছি আরবী থেকে, কিছু ফারসী এবং উর্দু থেকে। মূল কবিতার স্বাদ এ অনুবাদের মাধ্যমে আহরণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে সেইসব কবিতায় যে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে তার নির্যাসটির সন্ধান হয়তো কিছুটা হলেও পাওয়া যেতে পারে। আমি তাঁদের ভাষা নয়, আবেগটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি। পরে সেই আবেগটি আমি প্রকাশ

www.pathagar.com

করেছি আমার একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে, আমার সীমিত প্রয়োগ নৈপুণ্যে ও কৌশলে। ফলে এটি যে যথার্থ অনুবাদ নয় তা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। এ কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই যে, মূল কবিতার স্বাদ আমাকে চাখতে হয়েছে অন্যের মুখ দিয়ে। কবিতাগুলো ভাষান্তর করে এ দুরূহ কর্মে নিয়োজিত হতে যাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আমি অকপটে সে ঋণ স্বীকার করছি। যাঁদের ভাষান্তর নিয়ে এ অনুবাদ, তাঁরা হলেন: মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান, হাফেজ আকরাম ফারুক ও তাহেরা ইবনে রমিজ।

খ.

আরবের প্রাচীন কবি আস'আদ ইব্ন কারব আল-হিমায়ারী, ওরাকা ইব্ন নওফল, খাতর ইবন মালিক, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবূ তালিব, রাসূলের প্রিয় সাহাবী হযরত সাওয়াদ ইবন কারিব এঁদের কবিতাগুলো পেয়েছি রিজাউল করীম ইসলামাবাদীর রচনা থেকে। তাঁর অনুবাদের মাধ্যমেই পেয়েছি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাশেম নানতুবী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.), আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী, উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি জিগর মুরাদাবাদী, আকবর এলাহাবাদী, কলন্দর বখত জুরআত, দাগ দেহলভী, জোশ মালিহাবাদী, হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র.), ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, ফার্সী সাধক কবি মীর্জা মাজহার জানে জাঁনা, কবি আরযু, সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) প্রমূখের কবিতা।

আল্লামা ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আলী আদ দাইবাহ আশশায়বানী (র.), নাবেগাহ আল জায়দী, আল আশয়ী, আবুল আ'লা মায়া'রী, কবি আল কামিত প্রমূখের কবিতাগুলো আমাকে ভাষান্তর করে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তাহেরা ইবনে রমিজ। তিনি কবিতাগুলো বার বার পড়ে তাঁর শব্দার্থগুলো আমাকে বুঝিয়ে না দিলে এসব অমূল্য কাব্য সুষমার সাথে হয়তো কোনদিন আমার পরিচয়ই হতো না। বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.), শেখ মসলেহ উদ্দীন সা'দী (র.), হযরত ফরিদউদ্দীন আত্তার নিশাপুরী (র.), মোল্লা আবদুর রহমান নুরুদ্দিন জামী, হযরত খাকানী শিরওয়ানী (র.), নিজামী গাঞ্জভী (র.), সানায়ী গজনভী, বাহার মালেকুশ শোয়ারা খোরাসানী, রোকনুদ্দীন আওহেদী মারাগেয়ী (র.) প্রভৃতি ফার্সী কবিদের অমূল্য না'ত ও কাব্যগাথাগুলো পেয়েছি প্রখ্যাত অনুবাদক এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান-এর সৌজন্যে। নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্-এর কবিতাটি চয়ন করেছি আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর লেখা থেকে।

সীরাতে ইবনে হিশাম পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত রাসূল চরিত। এ গ্রন্থে তিনি মহানবীর ইন্তেকালের পর তৎকালীন সময়ে জীবিত সাহাবীদের যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল তার একটি নিখুঁত বর্ণনা পেশ করছেন। সেই বর্ণনায় শায়েরুন্নবী নামে খ্যাত (যাঁর সম্মানে মসজিদে নববীতে কবিতা পড়ার জন্য আলাদা মঞ্চ তৈরী করে দিয়েছিলেন রাসূল [সা.]) কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর একটি সুদীর্ঘ মর্সিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলায় এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক হাফেজ আকরাম ফারুক। তাঁর প্রাঞ্জল অনুবাদটি আমাকে মোহিত করে। সেই গদ্যানুবাদটি অবলম্বন করে মর্সিয়াটিকে দশভাগে বিভক্ত করে কাব্যানুবাদের চেষ্টা করেছি আমি। এ গ্রন্থে পরিবেশিত কবি হাসসান বিন সাবিত (রা.)-এর কবিতা মূলত সেই মর্সিয়ারই একটি খণ্ড চিত্র।

www.pathagar.com

গ.

এবার অন্যান্য কবি ও কবিতা প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। কবি আস'আদ ইব্ন কারব আল-হিমায়ারী আরবের একজন প্রাচীন কবি। তাঁর জন্ম বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সাতশ' বছর পূর্বে। তিনি হযরতের আগমন সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অনেক কবিতায় এ বিশ্বাসের কথা তিনি অকপটে ও দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন। সেইসব কবিতা থেকেই গ্রন্থভুক্ত কবিতাটি চয়ন করা হয়েছে। খাতর ইবন মালিক ছিলেন বনি লাহাব গোত্রের বয়োবৃদ্ধ গণক এবং কবি। নবীজীর আগমনের পূর্বেই তিনি তাঁর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন। যখন তিনি বিশ্বনবী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল দু'শ আশি বছর। কাব্যাকারে রচিত তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণীর কাব্যানুবাদটি এ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন আরবের আরেক প্রখ্যাত কবি ওরাকা ইব্ন নওফল আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে অভিজ্ঞ একজন মশহুর পন্ডিত ছিলেন। তিনিও মহানবী (সা.)-এর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন। হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাজিল হওয়ার পর হযরত খাদিজা (রা.) মহানবী (সা.)কে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ওরাকা ইবন নওফল ভীত-সন্ত্রস্ত খাদিজা (রা.)-এর বর্ণনা শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর কাছে জিবরীল ফিরিশতা আসমানী বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি বেঁচে থাকলে আগামী দিনগুলোতে তাঁকে আমি সাহায্য করবো।' মহানবীকে নিয়ে তিনি যে অমূল্য কাব্য রচনা করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গ্রন্থভুক্ত কবিতাটি। কবি আবূ তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা এবং কুরাইশ বংশের সম্মানিত নেতা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)এর প্রতি ঈমান আনেননি, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধান এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসাকে তিনি তাঁর কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থভুক্ত কবিতাটিতে তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেননি তার কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

সাহাবী কবি হযরত সাওয়াদ ইবন কারিব (রা.) তাঁর কাসিদা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে পড়ে শোনাতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কবিতা মনযোগ দিয়ে শোনতেন এবং প্রশংসাসূচক মন্তব্য করতেন। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) 'আতইআবুন নুগাম ফি মাদহি সায়্যিদিল আরব ওয়াল আজম' নামক রচনায় এ সাহাবীর নাম এবং তাঁর রচিত কাসিদার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আরবী কবি আল্লামা ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আলী আদ দাইবাহ আশশায়বানী (রা.) সীরাতে রাসূলের যে অসাধারণ বর্ণনা করেছেন তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ এখানে পরিবেশিত হলো। নাবেগাহ আল জায়দী হিজরী প্রথম শতাব্দীর আরবী কবি। রাসূলের ওপর চমৎকার সব না'ত লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই প্রখ্যাত কবির একটি কাব্যানুবাদও এখানে পরিবেশিত হলো। আল আশয়ী ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি। রাসূলের ভালবাসায় পাগলপারা এ কবির শ্রেষ্ঠ না'তগুলো আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সেই সম্পদেরই একটি ক্ষুদ্র কণা এ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে।

কবি আবুল আ'লা মায়া'রী হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। রাসূলের শানে রয়েছে তাঁর চমৎকার কবিতা সংকলন। এখানে তাঁর

www.pathagar.com

একটি কবিতার কাব্যানুবাদ পরিবেশিত হলো। কবি আল কামিত ছিলেন কবি আল আশয়ী ও নাবেগাহ্-এর সমসাময়িক রাসূল প্রেমে পাগলপারা এক অসাধারণ কবি। রাসূলের শানে তিনিও অসংখ্য কাসিদা রচনা করেছেন। সেই কাসিদার মধ্য থেকে বাছাই করে তাঁরও একটি কবিতার কাব্যানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হলো।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) ইরানের গিলান প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও মাহাত্মের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ গভীরভাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে খুব কম লোকই জানেন। ফার্সী কাব্য সাহিত্যে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর 'কাসিদায়ে গাওসিয়া' কাব্যগ্রন্থে ৮১টি ফার্সী কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ। এখানে পরিবেশিত কবিতাটির মাধ্যমে তাঁর সেই কাব্যরসের সাথে বাঙালী পাঠকরা কিছুটা হলেও পরিচিতি লাভ করতে পারবে।

রাসূলের শানে অমর কাব্য লিখে বিশ্বে যিনি সমধিক খ্যাতিমান হয়েছেন তিনি হচ্ছেন শেখ মসলেহ উদ্দীন সা'দী (র.), যিনি শেখ সা'দী নামেই অধিক খ্যাতিমান। তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ 'গুলিস্তানে সাদী' ও 'বোস্তানে সাদী'। এখানে তার দুটো অমূল্য কবিতার কাব্যানুবাদ সংকলিত হলো। হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী (র.) ফারসী সাহিত্যের মৃত্যুঞ্জয়ী কবি পুরুষ। কবি ফরিদুদ্দীন আত্তার কেবলমাত্র রাসূলে আকরাম (সা.)-এর শানেই ১৪টি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ দার্শনিক কবি ৬২৭ খৃঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। কবির একাধিক কবিতার কাব্যানুবাদ এখানে পরিবেশিত হলো। পঞ্চদশ শতাব্দীর অমর ফার্সী কবি মোল্লা আবদুর রহমান নুরুদ্দিন জামী আশেকে রাসূল হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষতঃ তাঁর 'তুহফাতুল আরবায়ী' এবং 'মসনবীয়ে জামী'তে তিনি রাসূল প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাঁর অমর কাব্যের সামান্য কাব্যানুবাদ এখানে পরিবেশিত হলো।

কবি হযরত খাকানী শিরওয়ানীও (র.) ছিলেন সুবিখ্যাত ফার্সী কবি। রাসূলের প্রেমে পাগল দার্শনিক কবি হযরত খাকানী শিরওয়ানীর (র.) প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'কুল্লিয়াতে খাকানী'। কুল্লিয়াতের একটি কবিতার কাব্যানুবাদ এখানে পরিবেশিত হলো। ফারসী কাব্য সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনামা কবি নিজামী গাঞ্জভী (র.)। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মাখজানুল আসরার'। উক্ত গ্রন্থ থেকেই এখানে পরিবেশিত কবিতাটি নেয়া হয়েছে। ফার্সী কাব্য সাহিত্যের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র সানায়ী গজনভী। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'হাদিকাতুল হাক্কাত', 'আকলনামা', 'তরিকুত তাহকীক'। তারও একটি কবিতার কাব্যানুবাদ এখানে পরিবেশিত হলো।

ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর যিনি জাফর আলী খান নামেও খ্যাত ছিলেন– তিনি ছিলেন সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উর্দু ও ফার্সী ভাষায় কাব্যচর্চা করতেন তিনি। এখানে তাঁর একটি না'ত সংকলিত হলো। মীর্জা মাজহার জানে জাঁনা ছিলেন রূহানী সাধক ও কবি। তিনি ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী। জনৈক আততায়ীর হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে এ কবিতাটি নেয়া হয়। ফার্সী কাব্যজগতের খ্যাতিমান কবি ব্যক্তিত্ব বাহার মালেকুশ শোয়ারা খোরাসানী। রাসূল প্রেমে বিভোর এ কবির প্রেম ও ভক্তি ফুটে উঠেছে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য

www.pathagar.com

'দিওয়ানে বাহার'-এ। 'দয়ার নবী' দিওয়ানে বাহার-এরই একটি কবিতার কাব্যানুবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক কবি রোকনুদ্দীন আওহেদী মারাগেয়ী (র.) ছিলেন সে সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি। 'জামেজম' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁরও একটি কবিতার অনুবাদ এখানে সংকলিত হলো।

হযরত মাওলানা কাশেম নানতুবী (র.) ছিলেন মুহাজির-ই-মক্কী হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ (র.) -এর একজন অন্যতম খলিফা। ১২৪৮ হিজরী সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১২৯৭ হিজরী সালে। ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি ইতিহাসে অধিক খ্যাত। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী উপমহাদেশের ইসলামী পুনর্জাগরণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর যেমন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন তেমনি কাব্যচর্চায়ও ছিলেন সমান পারদর্শী। এক সময় রাসূলের ওপর নিবেদিত কবিতার একটি সংকলনও সম্পাদনা করেন তিনি। আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী উর্দু সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর যে গ্রন্থ থেকে এ কবিতাটি নেয়া হয়েছে তাতে তার প্রকাশকাল ১৩৪০ হিজরী লিপিবদ্ধ আছে। রাসূলের ওপর তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে বলে জানা যায়।

উর্দু সাহিত্যের আরেক শ্রেষ্ঠ কবি জিগর মুরাদাবাদী। তাঁর কবিতায় যে মহত্তর চেতনা ও মানবতাবাদ ফুটে উঠেছে তা অতুলনীয়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'জাযবাত' ও 'তাখাইয়ুলাত-ই-জিগর'। এখানে পরিবেশিত কবিতাটি এই শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থ থেকেই নেয়া হয়েছে। আকবর এলাহাবাদী আরেক প্রখ্যাত উর্দু কবি। তাঁর কবিতার অন্তর্প্লাবী সুর মুর্ছনায় মরমীবাদ তথা সূফীতত্ত্বের ফল্গুধারা প্রবহমান। উর্দু কবি কলন্দর বখ্ত জুরআত 'ইনশা' ও 'মাসহাফী'-এর সমসাময়িক কবি। 'গুলশন-ই-বিখার' নামক কাব্যগ্রন্থে তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয়, বিশ বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রন্থটির মুদ্রণকাল ১৮৭৪ ইং। উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি দাগ দেহলভীর আসল নাম নওয়াব মির্জা খান। তিনি ছিলেন উর্দু কবি 'জাওক'-এর শিষ্য। তিনি ১৮৩১ সালে দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ছোট ছোট তীর্যক গীতিকবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। এখানে তাঁর একটি অমূল্য না'ত সংযোজিত হলো।

প্রখ্যাত উর্দু কবি জোশ মালিহাবাদী ১৮৯৪ সালে লাখনৌতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই কবি ছিলেন। উর্দু সাহিত্য পত্রিকা কালিম এবং আজকাল-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি করাচীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর এ বিশাল কবিতাটি পাঠকের চিন্তারাজ্যে নতুন বিপ্লব সৃষ্টি করে। হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র.) ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (র.)-এর অন্যতম শিষ্য এবং মুজাহিদ আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে আপন রক্তে যারা সঞ্জিবিত করেছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। কবিতা ছিল এই মুজাহিদের প্রেরণা। তিনি কেবল কবিতা পড়তেন না, লিখতেনও। বিশেষত হাম্দ ও না'ত রচনায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কবি আরযু ভারতীয় উপমহাদেশের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি। লাখনৌতে তিনি বসবাস করতেন। তিনি একজন শক্তিমান এবং ঐতিহ্য সচেতন কবি ছিলেন। রাসূলকে নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। এ গ্রন্থে

www.pathagar.com

পরিবেশিত তাঁর দীর্ঘ কবিতাটিতে তাঁর রাসূল প্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।
নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্‌ উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ। স্যার সৈয়দ আহমদের সাথী, আলীগড় আন্দোলন ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোক্তাদের অন্যতম নবাব নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্‌-এর প্রকৃত নাম সৈয়দ মেহেদী আলী খান। তাঁর ফার্সীতে লিখিত 'আয়াতে বাইয়েনাত' গ্রন্থ থেকে এ কবিতাংশটি চয়ন করা হয়েছে। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। কবি হিসাবে খ্যাতিমান না হলেও শ্রেষ্ঠ মুসলিম জ্ঞান সাধকগণ সকলেই যে অতীতে কমবেশী কাব্য চর্চা করতেন তিনিও তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর কবিতায় আবেগের সাথে জ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটেছে। এভাবে এ গ্রন্থটিকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যের মোট চৌত্রিশজন প্রসিদ্ধ কবির কবিতা দিয়ে সাজানো হয়েছে।

৩.

হে আল্লাহ, আপনি আপনার কালামের সূরা আহযাবের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরুদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে দরুদ ও সালাম পাঠাও।' আপনার এ হুকুম পালনের জন্যই যুগে যুগে ইসলামের মহান খাদেমগণ রাসূলের শানে লিখেছেন অমর কাব্যগাথা। কারণ আমরা জানি, শিল্পের যত মাধ্যম আছে তার মধ্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ। কবি ও কবিতাকে আমাদের নবীও খুব ভালবাসতেন। তাই নবীজীর শানে দরুদ ও সালাম প্রেরণের জন্য কবিতাই সর্বোত্তম মাধ্যম। আপনি ঈমানদারদের লক্ষ্য করে 'বিশেষভাবে' দরুদ ও সালাম প্রেরণ করতে বলেছেন। অসজ্জিত, অবিন্যস্তভাবে নয়, সাধারণভাবেও নয়, মনোরম আভরণে সুশোভন ও পরিপাটি করে হৃদয়ের আবেগের সৌরভ মিশিয়ে দরুদ ও সালাম প্রেরণের উৎকৃষ্ট মাধ্যম কবিতা। কারণ কবিতা কথা বলে প্রেমের ভাষায়, আশা ও উদ্দীপনার সুরে, আবেগের থরথর কম্পনের সাথে।

হে প্রভু, হে দয়াময়, আপনার রহম করম ও নাজাতের আশায় আপনার হাবীবের শানে দরুদ ও সালাম প্রেরণের নিয়তে এই অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। হয়তো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতার মণিমানিক্য আমার অপটু হাতে যথার্থভাবে উঠে আসেনি, কিন্তু বাংলাভাষাভাষী আপনার প্রিয় বান্দারা এর মাধ্যমে সেই খনির যে সন্ধান পেলো তার উসিলায় আপনি আপনার অবারিত রহমত দিয়ে আমাকে আবৃত করে রাখুন। রাসূলকে দেখিনি খোদা, কিন্তু আমার সবটুকু আবেগ ও দরদ দিয়ে এই যে কাব্যানুবাদ পাঠালাম আপনার হাবীবের শানে, তার উসিলায় তাঁর শাফায়াত নসীব করুন আমার ভাগ্যে। আর এ কাজ করতে গিয়ে অজান্তে যে ভুলত্রুটি করে ফেলেছি, তার জন্য আপনার দরবারে করজোড়ে পানাহ চাই মালিক আমার।

প্রভু হে, এই কবিতা আপনার যে নেক বান্দারা পড়বে, তাঁদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করি আপনার মোবারক দরবারে। আপনিই আমাদের সকলের সামগ্রিক কল্যাণের জামিন হয়ে যান। আমীন, ছুম্মা আমীন।

আসাদ বিন হাফিজ
ঢাকা ১০.৭.২০০৩

www.pathagar.com

যে আসেনি এখনো

আস'আদ ইব্‌ন কারব আল-হিমায়ারী

যে আসেনি এখনো আমি তাঁর জেনে গেছি নাম
সে যে আহমদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
হে প্রভু, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার রাসূল–
আসবেন তিনি ধরাতলে জানি নিশ্চিত, নির্ভুল।

হায়! আমার আয়ু যদি হয় সীমাহীন,
যদি বেঁচে থাকি তিনি আসবেন যেদিন;
তবে দাঁড়াবোই তাঁর পাশে, বাড়াবো এ হাত–
বন্ধু, সাহাবী হবো– আনতে প্রভাত।

ভাই হয়ে পাশে পাশে রবো রাতদিন
অমল বিভায় ধরা রাঙবে যেদিন।
যে আসেনি এখনো আমি তাঁর জেনে গেছি নাম
সে যে আহমদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

ঈমান

খাতর ইবন মালিক

শক্তিশালী হাত দ্বারা নিক্ষিপ্ত
'শিহাব-ই-সাকিব' জ্যোতির্ময় নক্ষত্র দ্বারা
অবাধ্য নাফরমান জ্বীনদের
ঊর্ধজগতের খবর শোনানো থেকে
বিরত রাখা হয়েছে।

বিরত রাখা হয়েছে এ জন্য যে,
মহাগ্রন্থ আল কোরআনসহ
আজিমুশ্বান নবীর (সা.) আবির্ভাব হবে।
তাঁকে দেয়া হবে
ঈমান ও কুফরের
সত্য ও অসত্যের মধ্যে
পার্থক্যকারী মিজান আর সঠিক পথের সন্ধান।
তিনি এর দ্বারা প্রতিমার অর্চনা বন্ধ করে দেবেন।

তিনি প্রেরিত হবেন দারুল হিস্‌ম মক্কাতে,
তাঁর দলীল প্রমাণ হবে
সূর্যের জ্যোতির মত উজ্জ্বল,
তিনি প্রেরিত হবেন
সন্দেহ ও দ্বিধামুক্ত কুরআনসহ।

মানুষের এ শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আনা
ও তাঁর অনুগামী হওয়া
আমার গোত্রের লোকদের জন্য আমি পছন্দ করি,
যেমন আমি তা পছন্দ করি আমার নিজের জন্যও।

www.pathagar.com

আহমদ, আল্লাহর রাসূল

ওরাকা ইব্‌ন নওফল

আমি অনেক পূর্ব থেকে যাঁর আগমনবার্তা শুনে আসছি
যার আগমনে ধন্য হবে এ ধরণী
আজ খাদীজা তাঁর আগমনীর সে সুসংবাদ শোনাতে
আমার কাছে আসলেন। আর সে শুভ সংবাদটি হলো
আহমদ (সা.) এর কাছে এসেছে আল্লাহর বাণী
জিবরীল নিয়ে এসেছেন সে মুক্তির পয়গামঃ
হে আহমদ,
আপনি মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর নবী।

পাদ্রী কুস ইবন সা'য়িদা যা বলেছিলেন
তা অসত্য হওয়ার নয়।
মুহাম্মদ (সা.) অচিরেই তাঁর কওমের নেতা হবেন।
তিনি জন্দ করবেন তাঁর দুশমনকে।
দেশ থেকে দেশান্তরে তাঁর নূর, তাঁর জ্যোতি বিস্তৃত হবে,
তাঁর জ্যোতির বদৌলতে
পৃথিবী রক্ষা পাবে ফেতনা ফাসাদ থেকে।
তাঁর অলৌকিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে
পৃথিবী পরিচালিত হবে হেদায়াতের পথে।

যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা,
যারা বন্ধুত্ব করবে আর অনুসরণ করবে তাঁর–
সফলতা তো শুধু তাঁদের জন্য।
যেমন এসেছিলেন হুদ, সালেহ, মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)
তেমনি আল্লাহর রাসূল রূপে এলেন ধরায়
মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

www.pathagar.com

নিন্দার ভয়ে

আবূ তালিব

যার চেহারার বরকতে
মেঘমালা থেকে নেমে আসে বারিধারা,
এতিমদের আনন্দ আর বিধবাদের রক্ষক হিসাবে
যার মহত্ব সূর্যের মত দীপ্যমান,
বনু হাশিমের অসহায় দুঃস্থ ও নিঃস্বরা
যার আশ্রয়ে সম্মান ও মর্যাদার সাথে প্রতিপালিত হয়
সে যে আর কেই নয়– আমাদের ছেলে মুহাম্মদ,
যাঁর নূরানী চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ে আলোর বিদ্যুৎ।

লোকেরা জানে,
আমাদের এ পুত্র সত্যবাদী আল আমীন
যে কখনো বেহুদা কথা বলে না
এমন কোন কাজ করে না
যাতে নেই কল্যাণের কোমল ছোঁয়া।

হে পুত্র,
তুমি আমাকে
ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে ডাক দিয়েছ,
আমি জানি, তুমি আমার হিতাকাঙ্খী,
আর তুমি যে দ্বীনের পথে ডাকছো
সেটাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দ্বীন।

হায়! যদি গালমন্দ আর অপবাদের আশংকা না থাকতো
তবে আমি এ দ্বীন অবশ্যই কবুল করতাম
আমিও হতাম উৎসর্গিতপ্রাণ সফেদ বলাকা।

www.pathagar.com

হাসসান বিন সাবিত (রা.)

হে মদীনাতুন্নবী!
রাসূলের উজ্জ্বল স্মৃতি ও নিদর্শন ধারণ করেই তুমি
হয়েছো মহান। কালের করাল গ্রাসে সাধারণ নিদর্শন ও
স্মৃতিসমূহ বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে
কিন্তু সেই পবিত্র স্থানের চিহ্নসমূহ অক্ষয় ও অমর,
যেখানে রয়েছে মহান পথ প্রদর্শকের স্মৃতি বিজড়িত মিম্বর।

যেখানে রয়েছে সেই সব ঘর
যাতে নাযিল হতো আল্লাহর তরফ থেকে ওহীর অম্লান জ্যোতি।
সেখানে তত্ব ও জ্ঞানের এমন সব কালজয়ী নিদর্শন বিদ্যমান
সীমাহীন কালের আবর্তনেও যা কোনদিন বিকৃত হওয়ার নয়।
যতই তা প্রাচীন হবে ততই তা থেকে উদগত হবে
নিত্য নতুন তত্ব ও জ্ঞানের অজস্র ধারা।

হে মদীনাতুন্নবী!
তোমার বুকে আমি বিচরণ করতে দেখেছি
প্রিয়তম রাসূল রাহমাতুল্লিল আলামীনকে।
দেখেছি তাঁর দিব্য কান্তি, প্রফুল্ল বদন।
তিনি খুলে দিয়েছেন আমাদের চোখের পর্দা,
উন্মোচিত করে দিয়েছেন বিবেকের সব কটি রুদ্ধ দুয়ার।
চিনিয়েছেন হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা,
ন্যায় ও কল্যাণের অবিরাম জমজম।

হে মদীনা! আজ এই মাটিতেই অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখতে পাচ্ছি
নবীর কবর, যে কবরে সমাহিত হয়ে আছেন বিশ্বের রহমত।

www.pathagar.com

কাসিদা

হযরত সাওয়াদ ইবন কারিব (রা.)

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ও অন্তরঙ্গজন
যাঁকে আমি কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি
যিনি ছিলেন সত্যের প্রতি চরম নিষ্ঠাবান
তিনি ক্রমাগত তিন রাত আমার কাছে এলেন,
আর প্রতি রাতেই স্বপ্নে আমাকে বলতে লাগলেন–
লুয়াই ইবন গালিব-এর বংশে রাসূলের আবির্ভাব হবে।
তারপর? তাঁরপর কেটে গেলো কিছুদিন।
একদিন সত্যি সত্যি তিনি এলেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি হে রাসূল– আল্লাহ ব্যতীত
আর কোন ইলাহ নেই, আর হে রাসূল,
আপনিই অদৃশ্য জগতের বিশ্বস্ত আমানতদার।
মানুষের মধ্যে তো বটেই
এমনকি আপনি রাসূলগণের মধ্যেও
আল্লাহর সবচে আপন ও প্রিয়ভাজন।

হে সম্মানিত ও পবিত্রাত্মা– যেদিন
সাওয়াদ ইবন কারিব-এর জন্য সামান্য
সুপারিশও কেউ করতে পারবে না, হে রাসূল,
সেদিন আপনিই হবেন আমার একমাত্র আশ্রয়,
আপনিই আমার জন্য সেদিন সুপারিশ করে
রক্ষা করবেন আমাকে।

হে মদিনাবাসী!
আল্লাহর নবীর ওফাতও তাঁর হায়াতের মতই সত্য।
কিন্তু তাঁর ওফাত মানে এ নয় যে, তাঁর দ্বীনেরও
মৃত্যু হয়েছে। বরং সেই সত্য জারী থাকবে এবং
সেই সত্যের জন্য জিহাদও জারী থাকবে অনন্তকাল।
যদি নবী (সা.)-এর জন্য জীবন উৎসর্গ করার বিধান থাকতো
তবে আমি আমার জীবন ও যাবতীয় সম্পদ তাঁর জন্য উৎসর্গ করতাম।

www.pathagar.com

নক্ষত্রের অধিক

ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আলী আদ দাইবাহ আশশায়বানী

হে চির সুন্দর!
তোমার রূপের অতুল শোভা বর্ণনা করে এমন সাধ্য কার?
আনন্দিত হলে তোমার চেহারা হতো চাঁদের টুকরোর মতো
অনিন্দ্য সুন্দর, তুমি কথা বললে মনে হতো
বৃক্ষ থেকে মিষ্টি ফল আহরণ করছে উচ্ছল বালকেরা।
তুমি হাসলে মনে হতো মুক্তো ঝরছে, কথা বললে মনে হতো
কস্তুরী বের হচ্ছে মুখ থেকে, আর বাক্যাবলী যেন মুক্তোর মালা।

কোন পথ দিয়ে হাঁটলে তুমি সে পথে ছড়িয়ে পড়তো
সৌরভের উন্মাতাল তরঙ্গিত জোয়ার, যাতে সহজেই
সনাক্ত করা যেতো কোন পথে চলেছেন মানুষের নবী।

কোন জলসায় বসলে তুমি মৌ মৌ সুপ্রিয় সুবাস
এমন সুগন্ধিতে ভরে দিত আত্মার প্রদেশ
চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছু দিন সেখানে
তেমনি অটুট পাওয়া যেতো তার প্রলম্বিত সুবাসের রেশ।
সাহাবীদের নিয়ে পথে বেরোলে
মনে হতো তারকাদের মেলায় পূর্ণিমার চাঁদ
যেনো নক্ষত্রের অধিক নক্ষত্র এক
যাঁর থেকে নক্ষত্ররাজি পায় আলোক বিভা।

www.pathagar.com

তাকওয়ার পোশাক

নাবেগাহ্ আল জায়দী

হেদায়াতসহ রাসূলের যখন আগমন ঘটলো
আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম।
কবুল কবুল বলে
আঁকড়ে ধরলাম তাঁর পবিত্র কোরআন।

যে কোরআন আমার চোখের সামনে
শুষ্ক ঊষর প্রাণহীন মরুভূমিকে দিল
নতুন জীবন
আর সহায়-সম্বল ও জ্ঞানহীন মরুচারীকে দিল
বিজয় ও সাফল্যের সীমাহীন তোহফা।

হে রাসূল, তাইতো আপনার কথামতো
তাকওয়ার পোশাকে আমি আবৃত করেছি
আমার হৃদয়
খোদাভীতির অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাটাচ্ছি
প্রতিটি প্রহর–
কেননা আমি জাহান্নামের পীড়াদায়ক শাস্তি ও
আজাবকে বড় বেশী ভয় পাই।

ভয় পাই লেলিহান অগ্নিকে।
ভীত প্রকম্পিত আত্মাকে আমার
ধ্বংস ও বরবাদীর হাত থেকে বাঁচাতে
তাইতো পড়েছি তাকওয়ার পোশাক আর
খোদাভীতির অস্ত্রে সজ্জিত করেছি আমার এ হৃদয়।

www.pathagar.com

যদি না আসতেন নবী

আল আশয়ী

খড়কুটো বলো আর হীরে জহরত
এ পৃথিবী আর পৃথিবীর তামাম সম্পদ
সবকিছু হতো নিরেট মূল্যহীন
যদি না আসতেন নবী, আর
না আসতো নবীর এ অমূল্য দ্বীন।

ইবনে হাশেমের দরজায় যতবার পারো
করাঘাত করো, দেখো তাঁদের দোলনায়
চাঁদ হাসে, হাসে আল্লাহর নূর
খোদায়ী কল্যাণের জীবন্ত বাহক হাসে
চোখে যাঁর অপার অনুগ্রহ আর প্রশান্তি ভরপুর।

সব সুন্দর আর কল্যাণের তিনিই উত্তরাধিকারী
প্রেম, দয়া, ভালবাসা, স্নেহের আধার
প্রীতিপূর্ণ বিশ্বের নন্দিত রাজাধিরাজ তিনি
মানবতার একমাত্র বন্ধু আর কল্যাণের বারি
তাঁর পায়ে চুমু খায় জাবাল পাহাড়।

তাঁর স্মরণ মানুষের জীবনকে দেয় পূর্ণতা
আপন বাসস্থানকে বানায় সুরম্য বেহেশ্‌ত
নিজের অস্তিত্বকে করে তোলে সম্মান ও মর্যাদাময়
শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সুউচ্চ চূড়া তিনি, তাঁর স্মরণ
মন থেকে মুছে দেয় অত্যাচারীর জুলুমের ভয়।

তাকওয়ার অস্ত্রে সজ্জিত না করলে এ ক্ষণিক জীবন
কি নিয়ে যাবে তুমি পরজগতে? যখন আসবে মরণ
পারবে কি পালাতে কোথাও? হায়! সৌভাগ্যবানদের দেখে
যতই ভর্ৎসনা করো নিজকে, প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে পারবে
কি বাঁচতে? দাউ দাউ হাবিয়া সেদিন তোমায় করবে বরণ।

www.pathagar.com

কল্যাণের অফুরন্ত ধারার বাহক
আবুল আ'লা মায়া'রী

কল্যাণের অফুরন্ত ধারার বাহক
সেই মুহাম্মদের প্রতি দরূদ ও সালাম–
যিনি আহবান করেছেন তোমাদেরকে
কল্যাণ, উত্তমতা আর উৎকৃষ্টতার দিকে।
আহবান করেছেন আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য
সেই সত্তার; যিনি সৃষ্টি করেছেন দ্বিপ্রহর,
অন্ধকার, আলোকচ্ছটা আর
সৃষ্টির উদয় অস্তকে।

যিনি এমন কিছু
তোমাদের জন্য ফরজ করেন নি
যা বহনে তোমরা অক্ষম আর অপারগ।
তিনিতো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তোমাদের
মন মনন আর পরিচ্ছদকে পবিত্র করার,
আর ঘোষণা করেছেন পরিণাম ও প্রতিফল।

অসতর্কতা ও কুৎসার বিরুদ্ধে তিনি
তোমাদের সাবধান করেছেন
আর মদ্যপানকে করেছেন হারাম।
সকল কল্যাণ আর রহমতের উৎসমূল তিনি
যাঁর অবিশ্রান্ত রহমতের ধারায় সিক্ত হয়েছে
সকল অলিগলি,
এ ঊষর মরু আর কঠিন পর্বতরাজি।

www.pathagar.com

শুধু তোমার জন্য

আল কামিত

সব মানুষের সেরা তিনি সকল কিছুর মূল
সবার ইমাম সবার নেতা মুহাম্মদ রাসূল।

আদি থেকে অদ্যাবধি
এবং ধরার ধ্বংসাবধি
আসছে এবং আসবে যত বিশ্ব মানব কুল
সবার সেরা মানব তিনি মুহাম্মদ রাসূল।

যারা ভবে গেছেন মারা
এবং বেঁচে আছেন যারা
এবং যারা ধুলির ধরায় আসবে দুদিন পরে
তাঁর মতো আর আসেনি কেউ বিশ্ব এ সংসারে।

দুধের শিশু মাসুম ছেলে এবং যুবক বুড়ো
সবার চেয়ে ছিলেন মাসুম নবীকুলের গুরু।

নেই কালিমা পাপের চিন
অঙ্গ জুড়ে খোদার দ্বীন
তাঁর দেখানো পথে এবার হোক না চলা শুরু
এ পথ ধরেই জীবনটা মোর পার হোক না পুরো।

নবী,
তোমার জন্য জীবন দেয়ার থাকতো বিধান যদি
এক নিমিষে পৌঁছে যেতাম সাতরে মরণ নদী।

www.pathagar.com

হে নবীকুল সম্রাট
আবদুল কাদের জিলানী (র.)

হে মহান,
রিসালাতের প্রাসাদ আপনিই করেছেন পরিপূর্ণ আবাদ
আপনার দেয়া সৌহার্দ্যের ঘোষণা চির অম্লান।
খসরু, কায়কোবাদ ও ফাগফুর
আপনারই পায়ে হয়েছে অবনত।
যতদিন এ বিশ্বলোকে শিংগার ধ্বনি বেজে না উঠবে
ততোদিন এ বিশ্বলোক থাকবে
আপনারই গুণগানে মুখর।

কাবা কাউসাইন পর্যন্ত ছিল আপনার অবাধ গতি
যার থেকে জিবরাইলও ছিল যোজন যোজন দূরে।
আপনার অস্তিত্বের আলোয় আলোকিত উভয় জাহান,
জাহের বাতেন আপনার
সবই তো অনন্য নূর হে মহান।

হে নবীকুল সম্রাট,
হে রাসূলদের মাথার মুকুট
আপনার ঘাম থেকে ফুল পেয়েছে সৌরভ তার
আপনারই পরশে পৃথিবীর তুচ্ছ মানব
মৌমাছিদের মত মধু আহরণে
ধন্য করে তাদের মানব জীবন।

www.pathagar.com

দু'টি না'ত

শেখ মসলেহ্ উদ্দীন সা'দী

এক.

মহান স্বভাব তাঁর, চরিত্র মধুর
উম্মতের কান্ডারী তিনি, হাবীব প্রভুর।
পথের দিশারী তিনি, নবীকুল সরদার
খোদার বিশ্বস্ত প্রেমিক, জিব্রিল-আধার।

শাফায়াতকারী তিনি বিচার দিনের
হেদায়াতের দিশারী তিনি ইমাম বিশ্বের।
পৃথিবীর সব আলো সব নূর তাঁর
আমার কি আছে সাধ্য সে রূপ বর্ণনার!

দুই.

আহমদ নামের গুণে পেল তারা মুক্তি
রাজা আর উজিরের ক্ষীণ হল শক্তি
বাড়ল বংশধারা সে নামের গুণে
'আহমদ' নাম ধ্বনি প্রতি বচনে।

'আহমদ' নাম যদি এতো মদদগার
তবে তাঁর নূর কত ব্যপ্ত চারিধার?
তাঁর সত্তা, তাঁর নাম মজবুত ঘাঁটি
ধরলে সে নাম হয় প্রাণ পরিপাটি।

www.pathagar.com

তিনটি না'ত

ফরিদুদ্দীন আত্তার

এক. কি বলব আমি? তাঁর প্রশংসায় আল্লাহই পঞ্চমুখ,
যে নামের সাথে মিশে আছে তাঁর নাম!
প্রিয়তম নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুহম্মদ, সেতো সত্যবাদী আল-আমীন,
সমগ্র জগতের জন্যে শাশ্বত রহমত
দু'জাহানের শ্রেষ্ঠতম মানব তিনি
দ্বীন ও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত।

মুহাম্মদ, এ বিশ্বের অনুপম সুন্দরের নাম
মানবতার অনন্য শিক্ষক তিনি, প্রিয়তম নবী,
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

দুই. আদম যখন হয়নি সৃজন কেবল পানি, মাটি
খোদার নূরে নূরের নবী হলেন মুহাম্মদ।
যখন আদম করেন সৃজন তখন তাঁহার নূর
দিলেন খোদা যেন তাঁহার হাবীব প্রেমাস্পদ।

ফেরেশতাদের সিজদা এবং শ্রদ্ধাটুকু পান
খোদার পরে তাইতো তাঁহার অনন্য সম্মান।

তিন. উভয় জগত তাঁহার নূরে পেল আলোক জানি
আরশ কুরছি কেবলা বানায় তাঁহার পা দু'খানি
তাঁহার নামে ধন্য হল সৃষ্টি দু'জাহান
তাই আরশে ফেরেশতাগণ গায় তাঁহারই গান।

প্রশংসা গায় সকল নবী, সকল অলিকুল
সে যে আমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদ রাসূল।

www.pathagar.com

সে নামের গুণে

মোল্লা আবদুর রহমান নুরুদ্দিন জামী

এ বিশ্ব সৃষ্টি হল মানুষের তরে
আর মানুষ সৃষ্টি হল নামে মুহাম্মদ।
তাঁর সে গুণের পর্দা আজো আছে ধরে
নইলে ধ্বংস হতো এ পাহাড়-নদ।

গুণের পর্দাবিহীন সে সত্তার নূর
কখনো প্রকাশ পেলে পুড়ে হতো ছাই।
পৃথিবী নিমেষে আহা হতো কোহে তুর
তাই সে নামের গুণে আজো গান গাই।

জীবনের ছবি

খাকানী শিরওয়ানী

হে চির বিজয়ী, আপনার শান কতই না মহান
হে মহাপবিত্র, আপনার অবয়ব কতই না সুঠাম।

হে রাসূল, আপনার এক শ্বাসের দশমাংশের দাম
দু'জাহানের শত বছরের খাজনার চেয়েও মূল্যবান।

হে মহান, আপনার সাক্ষাৎ যাচেন ঈসা নবী
আযেরের মত লাখো মৃত আঁকে জীবনের ছবি।

www.pathagar.com

আজো জন্মেনি সে কবি

নিজামী গাঞ্জভী

আহমদ এক প্রেরিত রাসূল–
ওহীর আলোকে সতত প্রজ্ঞাবান
তাঁর সে প্রজ্ঞার বিন্দুতে বাঁধা
দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহান।

আদম থেকে ঈসা নবী
সবার তিনি ইমাম
আরশ কুরসী মাটির ধরা
সর্বত্র তাঁর পবিত্র নাম।

সরল পথের দিশারী তিনি
বিশুদ্ধ ও নির্মল বাণীর বাহক
সে বাণীতেই পরিস্ফুট হয়
সত্য মিথ্যা, হক-নাহক।

আদিতেও নবী তিনি,
আখেরেও তিনিই নবী।
তাঁর স্বরূপ তুলে ধরে
আজো জন্মেনি সে কবি।

www.pathagar.com

আখেরী নবী

সানায়ী গজনভী

তোমার পদাঘাতে পারস্য সম্রাটের
তাজ ও সিংহাসন আজ নিশ্চিহ্ন।
রোমান কায়সারের অপরাজেয় বাহিনী ও রাজত্ব
ভুলুণ্ঠিত, বরবাদ ও ধ্বংস হয়েছে,
ধ্বংস হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ ও অহংকার,
এভাবেই তুমি হয়েছো
স্বৈরাচার বিনাশের আখেরী নকীব।

পৃথিবীর সকল ওলী ও দরবেশের তুমি আত্মা
তুমি সূর্য আর তাঁরা তোমারই আলোয় বিকশিত
চাঁদ। নবীদের মাঝে তুমি সর্বশেষ নবী–
খাতামুন নাবীঈন–
নবুয়তের সুরক্ষিত সীলমোহর তুমি,
তুমি পরিসমাপ্তির নক্ষত্র সদৃশ।
পৃথিবীর সকল শুভ ও কল্যাণের
তুমিই সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ প্রতীক।

www.pathagar.com

দু'জন দু'জনার
মীর্জা মাজহার জানে জাঁনা

তোমার কায়ার ছিল নাকো ছায়া হে প্রিয় হযরত
রেখেছ মজুত হাশরের দিনে ছায়া পায় যেন উম্মত।
মুখাপেক্ষী নন আল্লাহ কোন প্রশংসা প্রিয় বান্দার
তেমনি প্রশস্তি চাহেন না নবী, হাবীব সে আল্লাহর।

আল্লাহ স্বয়ং যথেষ্ট তাঁর হাবীবের গুণগানে
তেমনি তৃপ্ত হাম্‌দ শুনে প্রিয় হাবীবের, রহমানে।
হে প্রিয় নবী তোমার উসিলায় আল্লাহকে পেতে চাই
মাবুদের কাছে যাচি, এ নবীর ভালবাসা যেন পাই।

রাসূলের প্রেমে
সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর

যদি আসমান ও জমিনে 'লওলাকা লামা'
না হতো গুঞ্জরিত, জমি হতো তামা।
যদি নবীজীর নূর ভবে না হতো প্রকাশ
সবুজ বৃক্ষ শাখার হতো না বিকাশ।

যদি না আসতো ধরায় নবীজীর আলো
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র হতো– গভীর কালো।
যদি না মেলতো আঁখি নূরের নবী
পেতো না সুবাস ফুল, হাসতো না রবি।

www.pathagar.com

দয়ার নবী

বাহার মালেকুশ শোয়ারা খোরাসানী

দয়ার নবীর দয়া ছাড়া নাজাত নাইকো কারো
দয়ার নবীর দয়া ভিক্ষা করো যতো পারো।

তিনি যদি নাখোশ হন জুটবে শুধু জাহান্নাম
যদি পাও তাঁর প্রেম-নজর ঘুচবে সকল মনস্কাম।

তিনি যদি সহায় থাকেন পেতে পারো পাপের মাফ
যতই ভাল হওনা তুমি হওনা যতই পাক ও সাফ–

পার পাবে না রোজ হাশরে তিনি যদি নাখোশ হন
দয়ার নবীর প্রেমে বিভোর রও না এ মন সারাক্ষণ।

নূর-এ-ইলাহী

রোকনুদ্দীন আওহেদী

এক.

তাঁর শিরে রয়েছে অম্লান সুনামের তাজ
সকল রাত্রি তাঁর শাশ্বত শব-ই মেরাজ।
তিনিই তো সেই জ্যোতিষ্মান যাঁর ইশারায়
চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়, সূর্য আলো পায়।

দুই.

তোমার নূরের আলোয় আলোকিত তামাম জাহান
সকাল ও সন্ধ্যার বাতাস তোমার নূরের সৈনিক
তোমার মো'জেযায় প্রাণ পায় নিষ্প্রাণ পাথর
তোমার সুবাসে মুমীন খুঁজে পায় জীবনকে দৈনিক।

www.pathagar.com

শাফায়াতের কাণ্ডারী

কাশেম নানতুবী

হে আল্লাহ,
সারা বিশ্ব থেকে আপনি রাসূলকেই পছন্দ করেছেন
অবশিষ্ট দুনিয়া রেখেছেন আমাদের জন্য।
অগণিত মানুষের এ পুষ্পিত বাগান থেকে
আপনি তাকেই বাছাই করেছেন আপনার বন্ধু রূপে,
তাইতো মানুষের অন্তরে যত রং ও সুবাস দেয়া যায়
তার সকল রং ও সুবাস ঢেলে দিয়েছেন তাঁর জন্য।

তাঁরই জন্য আপনার সব নেয়ামত আপনি
উজাড় করে দিয়েছেন। তারই মনোরঞ্জনের জন্য
সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী, বিচিত্র প্রাণীকুল
সবুজ বৃক্ষলতা, নদ-নদী, পাহাড় পর্বত
সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান।

হে আল্লাহ,
তাঁকেই আপনি বানিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন
আমরা যারা গোনাহগার, অপরাধী– আমাদের আশ্রয়।
কাল হাশরের দিনে আমরা যখন আপনার দরবারে
হাজির হবো, হে আল্লাহ! আপনার এই দোস্ত-ই
আমাদের হয়ে আপনার দরবারে সুপারিশ করবেন।

হে আল্লাহ,
আপনি রহমান ও রাহীম। আর আমরা আপনার
সেই প্রিয় দোস্তের উম্মত, যাদেরকে
দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি
সারটি জীবন সচেষ্ট ছিলেন। আপনি যাঁকে
রাহমাতুল্লিল আলামীন বলেছেন তিনি কি
আমাদের রেখেই বেহেশতে চলে যাবেন?

হে নবী, আমরা আপনার ও আপনার প্রভুর ওপর
ঈমান এনেছি। নিশ্চয়ই আমরাই হবো সফলকাম।

www.pathagar.com

রহমতের ভান্ডারের চাবি

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহল্‌ভী

হে সৃষ্টির সেরা মহামানব
আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।
হে দানবীর, হে আমার আশার আলো–
আপনিই আমার ভরসার কেন্দ্রভূমি।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান,
আর আপনি আল্লাহর সে রহমতের ভান্ডারের চাবি।
আপনি আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বরদের সেরা,
সূর্যের মত দ্যোতিময় আপনি– আর
পয়গম্বরগণ হলেন প্রোজ্জ্বল তারকা রাশির মতো।

যেদিন কারো সুপারিশ চলবে না, সেদিন আপনি–
করুণায় আর্দ্র হয়ে আপনার বন্ধুর কাছে পাপী সব
বান্দাদের ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবেন হে রাসূল।
যেমনটি বলেছেন কবি সাওয়াদ ইবন কারিব।

প্রশংসা যদি কারো করতেই হয় হে আমার দীল
আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ মোস্তফার জয়গানে
হও মত্ত বিভোর। তিনিই তাবৎ বিশ্বের সকল
মহত্ব ও মর্যাদার মাপকাঠি- অনন্য কষ্ঠিপাথর।

হে রাসূল, আপনার মাহাত্ম্য ও প্রশংসা বর্ণনায়
অপারগ ও অক্ষম আমি। নিয়ত বিনয় ও মিনতিসহ
কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করি আপনার দয়া।
হে রাসূল, হে সৃষ্টির সেরা– হাশরের দিন
এ অধম যেন আপনার রহমতের দৃষ্টিলাভে ধন্য হয়।

ওগো দয়ার সীমাহীন সমুদ্র–
যখন মহাবিপদ উপস্থিত হবে সেই সংকট কালে
আপনিই হবেন আমার একান্ত আশ্রয় ও ত্রাণকর্তা।

www.pathagar.com

সুউচ্চ তোমার শান

আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী

হে নবী, তোমার মহত্ব ও মর্যাদার সুউচ্চ শানের কথা
লোকেরা আমায় জিজ্ঞেস করে।
আমি তখন মা'আরিজ কিতাবের সেই বর্ণনা তাদের শোনাই,
যেখানে বর্ণিত আছেঃ
জিবরাইল (আ.)-এর দু'চোখের মাঝখানে
লেখা আছে পবিত্র কালাম–
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হে নবী, তোমার মহত্ব ও মর্যাদার সুউচ্চ শানের কথা
লোকেরা আবারো আমায় জিজ্ঞেস করে।
আমি তখন মা'আরিজ কিতাবের সেই বর্ণনা তাদের শোনাই,
নবীজীর মিরাজের বাহন বোরাকের ললাটে
লেখা আছে পবিত্র কালাম–
লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হে নবী, লোকেরা আবারো তোমার সুউচ্চ শানের কথা
আমার কাছে জানতে চায়।
আমি তখন তাদের জানাইঃ কিয়ামতের দিন
হামদের পতাকা তুলে ধরবেন নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.),
আর আদম (আ.) থেকে শুরু করে
মুসা (আ.), ঈসা (আ.) সহ সকল নবী
তাঁদের অনুসারীদের নিয়ে
'লিওয়া-ই-মোস্তফা'য় আশ্রয় নেবেন।
কতই না সৌভাগ্যবান আমরা!

www.pathagar.com

নবীগণের গর্ব হে রাসূল

জিগর মুরাদাবাদী

নবীগণের গর্ব হে রাসূল
আপনার আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে বিশ্ব জাহান
আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন আপনি পবিত্র কুরআন
যার অনুসারী হয়ে নিজকে ধন্য ভাবে জ্বীন, ইনসান
ধন্য ভাবে তামাম ফেরেশতাকুল।
হে রাসূল ।

আপনার নূরের প্রদীপ্ত শিখায়
অন্ধকার দূর হলো, জ্যোতির্ময় হল অন্তর-বাহির
সে আলোর দীপ্তিমান প্রভায়
প্রজ্ঞা ও বোধির অজ্ঞাত সত্য যত হল তা জাহির।

যুগে যুগে এসেছেন নবী
এসছেন মুণি ঋষি দরবেশ– যত আল্লাহর ওলী
এসেছেন জ্ঞানী গুণী কবি
রহস্যের দরোজা যত সকলেই দিয়েছেন খুলি।

কিন্তু কোন রহমতে আলম
কোনদিন দেখেনি এ ধরা, এ অশান্ত বিশ্ব চরাচর–
পায়নি কখনো এত মনোরম
পুষ্পিত সুবাসে ভরা, সুরভিত দয়ার্দ্র কোমল অন্তর।

তাওহীদের রঙিন সুরা পান
করায়নি এমন কেউ উন্মাতাল আবেগের স্বরে–
গায়নি আল্লাহ প্রেমের সুললিত গান
সাম্যের কোমল ছোঁয়া দেয়নি মানুষের প্রতি অন্তরে।

তিনিই রাসূল, প্রিয়তম এক নাম
আল্লাহর এমন প্রেমিক
কোনদিন কোন কালে দেখেনি এ বিশ্ব ধরাধাম।

www.pathagar.com

হে আমার দীল

আকবর এলাহাবাদী

হে আমার দীল
আমাকে নিয়ে চলো আমার নবীজীর দিকে
আমাকে দেখাও প্রিয় জান্নাতের আলো।
আমাকে নিয়ে চলো প্রিয় মোস্তফার পথে
আমাকে দেখাও বিশ্বে যা কিছু ভালো।

যে মুহাম্মদ এ বিশ্বে তাবৎ প্রেমের আধার
আল্লাহর নূরে যাঁর উদ্ভাসিত প্রফুল্ল আনন
যিনি মাড়িয়ে যান সকল বাঁধার পাহাড়
যাঁর প্রেম-পুষ্পে গড়া এ বিশ্বের কানন।

হে আমার দীল
কোরআন হচ্ছে এক নিটোল বাগান
প্রতিটি অক্ষর তার মনোরম ফুল
সে ফুলের বাসে জাগে নিখিল জাহান
যে সুবাস দূর করে অন্তরের ভুল।

ঈমানদারদের জন্য আজ অনন্ত সুসংবাদ
কারণ তাঁদের নেতা এক দয়ার সাগর।
মুহাম্মদের দিকে যাঁর হয় পদপাত
সৌভাগ্য চুমে যায় সে শহর নগর।

হে আমার দীল
আল্লাহর ফেরেশতা তাঁকে পাঠায় কালাম
সব প্রাণীকুল গায় সপ্রশংস মহিমা তাঁর
তুমিও পাঠাও তাঁকে তোমার সালাম
মহিমা গাও তাঁর অসীম খোদার।

www.pathagar.com

প্রশংসার স্পর্ধা

কলন্দর বখ্‌ত জুরআত

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার প্রশংসা করি তেমন স্পর্ধা আমি
কোথায় পাবো? আমিতো আল্লাহর এক সামান্য গোলাম
আর আপনি আমার মুনীবের পেয়ারা হাবীব, তাঁর সবচে
অন্তরঙ্গ বন্ধু, দোস্ত। যেখানে আমার মুনীব স্বয়ং
আপনার প্রশংসা গানে মুখর, সেখানে আপনার প্রশংসা গাই
এমন দুঃসাহস আমি কোথায় পাবো?

তাইতো আপনার প্রশংসা করতে গেলেই ভয়ে
আমার বুক কাঁপে। কি জানি, যদি কোন বেয়দবী হয়ে যায়!
আমিতো আর খোদা নই যে, তাঁর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে
স্তুতি গাবো আপনার! আপনার প্রশংসা করার স্পর্ধা দেখানো
যদি খোদায়ী দাবী করার তুল্য ভেবে বসেন আমার মুনীব!

হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার দোস্তের এক নগন্য বান্দা হয়ে
আমি আর আপনার কিইবা প্রশংসা করতে পারি!
আপনি এমন এক মোহন সত্ত্বা, যাঁর প্রশংসায় মগ্ন
আমার মুনীব। আর আপনার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন,
তা আমার অস্তিত্বের চেয়েও খাঁটি। এইটুকু বলা ছাড়া–
হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আর কিইবা বলতে পারি!

www.pathagar.com

প্রার্থনা

দাগ দেহলভী

ইয়া ইলাহী,
আমার অন্তরে যেন নিশিদিন, অনুক্ষণ
জড়িয়ে থাকে তোমার প্রিয় হাবীবের কালেমার ধন।
যেনো
দোজাহানে এ পবিত্র নামের গুণে সব বিপদ, অকল্যাণ
দূর হয়, যেনো
সবখানে সকল সময় বেঁচে রয় ইজ্জত ও সম্মান।

সৌভাগ্য আমাদের

দাগ দেহলভী

আহা! কতই না উত্তম সৌভাগ্য আমাদের।
আপনি হবেন
হাশরের ময়দানে পাপীদের শাফায়াতকারী।
যারা পাপী ও গুণাহগার
তবে তো সেদিন তাদের
আনন্দের থাকবে না কোন সীমা পরিসীমা।

আপনি দয়ার সাগর
যতই পাপী হই না কেন,
আমরাতো আপনারই উম্মত
আমরা জানি আপনি সেদিন
আমাদের জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবেন।
আহা! কতই না উত্তম সৌভাগ্য আমাদের!

www.pathagar.com

হে প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র

জোশ মালিহাবাদী

অবলীলায় কুদরতের অলৌকিক দৃষ্টি বাণে পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণা
ঝলমল করছে। উৎকর্ষিত হচ্ছে প্রতিটি শক্তি, প্রস্ফুটিত হচ্ছে প্রতিটি চারা।
ধুলিকণার ভেতর হাজারো রহস্যের ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে,
আদি থেকেই খড়কুটো ও কাঁটা-বনে সৃষ্টি হয়েছে পুষ্পোদ্যান।
আর প্রতিটি উদ্যান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বঙ্কিম বাতাস, চমনের প্রতিটি গুচ্ছ
শোভাময় এবং প্রতিটি মুকুল অপরূপ সাজে সজ্জিত।

আদিতে যেভাবে স্থবিরতা পরিবর্তিত হচ্ছিল গতিশীলতায়
পৃথিবীর শিরায় শিরায় সেভাবে বেগবান হচ্ছে জীবন প্রবাহ।
যদিও অনেক শতাব্দী গত হয়েছে, যুগের চেহারা শত আবরণে
আবৃত, তবু যুগের শরীর এখনও যৌবনে টইটুম্বুর। এখনও
পৃথিবীর গুলবাগিচায় তরঙ্গিত বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত হয়,
এখনও যুগ উপকৃত হয় রহমতের নব নওয়াজিশে।

রজনী লায়লার ললাট চাঁদের রূপালী আলোয় এখনও
রয়েছে সমুজ্জ্বল। প্রভাত কুমারীর মেহেদী রাঙা হাতে
সোনালী চিরুণী এখনও হাসছে। এখনও সব সময়
অনুগ্রহ ও কল্যাণের ফেরেশতারা আনাগোনা করছে।
সেই আদিকালের প্রভাত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত
ধরাপৃষ্ঠে মেঘমালার বর্ষণ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু এতসব তোহফা, যা প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক নিয়মে
দান করে থাকে, এর মধ্যে প্রকৃতই কোন তোহফার নিয়ামত থাকলে
তা হচ্ছে একজন সত্যিকার আজাদ মানুষ। আর সে-ই আজাদ মানুষ–
যাঁর জীবন ঊর্মি মূখর বেগবান। প্রতি প্রহরে যাঁর সামনে খোলা থাকে
হিকমত ও প্রজ্ঞার গ্রন্থ। হে রাসূল, আপনার পয়গম্বরীর বড় প্রমাণ হলো,
আপনি পথের ভিখারীকে দিয়েছেন শাহানশাহী মর্যাদা ও সম্মান।

www.pathagar.com

আপনি বিপথগামীদের করেছেন খিজিরের ঈর্ষার পাত্র, আপনি
ডাক দিলেন দস্যুদলকে। তাঁরা হয়ে গেল
হেদায়াতের দিশারী ও সত্যের মশাল বরদার।

তাইতো নিঃসঙ্কোচে আজ ঘোষণা করা যায়–
শুভাগমন করেছেন সেই রাসূল যিনি অদ্বিতীয়। সেই রাসূল,
যাঁর রাজত্ব হলো মানুষের বিস্তৃত অন্তর আর প্রকৃতির
স্বভাব ধর্মের ওপর। সেই রাসূল, যাঁর প্রতিটি
ইঙ্গিতে রয়েছে আসমানী নির্দেশনা। সেই রাসূল,
মৃত্যুকে যিনি জীবনে পরিণত করেছেন।

হে রাসূল, দুনিয়ার কোন পরিবর্তন আপনার দ্বীনের ইমারতকে
ভাঙতে পারবে না। কোন ঝঞ্ঝা নেভাতে পারবে না আপনার
প্রজ্জ্বলিত দ্বীনের আলো। আপনার তীক্ষ্ণ সতেজ দৃষ্টি
বিশ্বের তাবৎ রহস্য অনুধাবনে পারদর্শী। মানব জীবনের
দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও অস্থিরতার নাড়ির ওপর আপনার আঙুল।

আপনার প্রেমপাত্র থেকে তারকারাশি প্রেমসুধা পান করছে, আর
আপনার আশপাশ আবৃত করে রেখেছে আসমানী ফেরেশতাকুল।
আপনার পবিত্র হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছে মানুষের স্বভাবধর্মের ফুল,
আর আপনার উষ্ণ-নখ মানবতার অস্তিত্বের বেহালাকে স্পর্শ করছে।
আপনিই সেই মানব, বাগানের সুরভিত বায়ু থেকে যিনি
জ্ঞান পুষ্প আহরণ করেছেন। ইথারের তরঙ্গিত প্রবাহে শুনেছেন
আল্লাহর পয়গাম। যদিও আসমান আদি থেকে আপনার
পদচিহ্নের ওপর সিজদারত, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে,
পৃথিবীতে এখনো রয়েছে আপনার প্রতি অদ্ভুত ও
অবিশ্বাস্য বৈরীতা পোষণকারী কতিপয় কীটানুকীট।

পৃথিবীতে এমন অনেকেই এসেছিলেন– যাঁরা জ্বেলেছিলেন
জ্ঞানের প্রদীপ, বিনাশ করেছিলেন প্রতিমাপ্রীতি, আর
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আল্লাহর পরাক্রমশীলতাকে। কিন্তু

www.pathagar.com

আরবের নীরব নিথর দিগ্বলয়ে রাসূলরূপে এমন কিরণ প্রস্ফুটিত হলো
যে কিরণের বরকতে অমানিশার যত খড়কুটা ছিল সব রক্তিম
পুষ্পের মত, মরকত পাথরের মত চমকিত হয়ে উঠলো।
তারপরও, এখনও রাসূল (সা.)কে অস্বীকারে যারা একগুঁয়ে,
নিশ্চয়ই ওদের কাফিরী দেমাগ উন্মাদনাপূর্ণ এবং ত্রুটিময়।

কুদরতের চিরন্তন নীতি থেকেই যাঁর পয়গম্বরীর প্রমাণ সুস্পষ্ট,
তাঁকে অস্বীকার করা মানে, নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা।
কোন কৃষি-বিজ্ঞানী থাকলে সে বলুক– গুল্মলতার বীজ থেকে
শত শতাব্দীতেও কোন গোলাপ ফুল পয়দা হয়েছে কি?
পানি দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে এর কোন উদাহরণ মিলবে কি?
মাটি থেকে তারার বিচ্ছুরণ আর বালি থেকে মোতি সৃষ্টি হয়েছে
এমন কথা কেউ শুনেছে কোনদিন? তেমনি বাতিল পথের যাত্রীদল
কখনো দ্বীন ও ঈমানের সন্ধান পেতে পারে না। শুষ্ক মাটিতে
বীজ বপন করে কখনো কেউ লাভ করতে পারে না সামুদ্রিক ফল।

যে ইটের প্রকৃতি জানে না, পাথরের ধরন সম্বন্ধে যে অজ্ঞ– সে
স্তম্ভ ও মিহরাব তৈরীর কি বর্ণনা শোনাবে? যে রাজমিস্ত্রি স্থপতি বিদ্যা কি
তা জানে না– মহল তো দূরের কথা, সে একটা ঝুপড়িও বানাতে পারবে না।
আর যদি কোন কিছু নির্মাণে সক্ষম হয়ও– তা কখনো বাসযোগ্য হবে না।
তা হবে তাসের ঘরের মতই ক্ষণভঙ্গুর। সে ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য।
শৈশবের খেলাঘরের মতই সে ঘর একদিন মাটির স্তূপে পরিণত হবে।

যে অন্যের জ্ঞান ভান্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে বলে– আমি নবী,
অথবা ভূত-ভবিষ্যত সম্বন্ধে অজ্ঞ কোন পন্ডিত বলে–
মানবতার শান্তি ও মুক্তির পথ আমি বিনির্মাণ করেছি, জেনে রেখো
সে এমন এক বৃক্ষ– পৃথিবীতে যা প্রসার লাভ করবে না।
বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের সেই মতবাদ কিছুতেই দীর্ঘদিন চলতে পারে না।
মিথ্যার ওপর একটি চিরস্থায়ী বিধানের ভিত্তি হবে– তাও কি সম্ভব?
মূল্যবান যুগের ললাটে পদচিহ্ন আঁকবে কোন টালমাটাল মাতালের পা–
মিথ্যার এরূপ প্রসার প্রকৃতির স্বভাব বিরুদ্ধ। আর প্রকৃতির স্বভাব বিরুদ্ধ
কোন কিছু অতীতে টিকেনি, টিকবে না। এ আদৌ সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

মানলাম, মিথ্যাও কোন কোন সময় উন্নতি লাভ করে, কিন্তু
তা হয় এমন– যেমন প্রবাহিত হলো একটি বায়ুর ঝাপটা
কোমল মুকুল রাশির উপর দিয়ে। তপ্ত বায়ুর সে
তাৎক্ষণিক ঝাপটায় প্রকৃতি তার সবুজ সজীবতা হারায় না।
লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দার মনের মণিকোঠায় যে ব্যক্তিত্বের স্থান
তিনি হবেন ঐন্দ্রজালিক-প্রতারক, –হে নাদান, এমন কথা বলার
স্পর্ধা তুমি কোথায় পেলে? এমন কথা তো তারাই বলতে পারে,
যারা অন্তর্দৃষ্টিহীন, প্রজ্ঞাহীন অলীক মুর্খতায় নিমজ্জিত। তোমরা
যতই মরীচিকার পূজা করো না কেন, কিন্তু সেখানে
এক ফোঁটা পানিও পাবে না পান করতে তীব্র-তুমুল তৃষ্ণায়।

স্মরণ করো, মিথ্যা যুগ যুগ ধরে টিকে থাকতে পারেনি, পারবেও না।
যদি আমরা মেনে নিই– এ পৃথিবীটা শয়তানের ভোজবাজির জায়গা–
তবে আল্লাহর রুচিজ্ঞানের প্রতি আমাদের উপহাস করতে হয়।
যে সর্বাপেক্ষা মিথ্যাভাষী সে-ই আল্লাহর পথের দিশারী, তাই যদি হয়,
তবে আল্লাহর মহিমা গৌরব একটি প্রতারণা ও ভণ্ডামী মাত্র।

শোন, যাঁর অন্তরে নবুয়তের রত্ন ও জওহর রয়েছে সে কখনো
মিথ্যাচারী হতে পারে না। এত সন্দেহ থাকলে পয়গম্বরের
বৈশিষ্টসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করো। সেই রূহ,
যাকে আমরা অটল ও চিরস্থায়ী আইনের ভিত্তি বলতে পারি–
মনের নীরব গহনে যে রূহ সর্বদা অবগাহন করছে,
যে হৃদয় মানবতার স্থায়িত্বের জন্য রহস্যরাজির সন্ধানে রত,
যে হৃদয় সৃষ্টি-রীতি ও জগতাত্মার সাথে গোপন সংবাদ বিনিময়ে বিভোর,
যে পবিত্র সত্ত্বা মানব জাতির কল্যাণ সাধনে সদা উদ্বিগ্ন, মানুষের
অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতিও তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকবে নিবদ্ধ।

আসমানের নকশাসমূহ থাকবে তাঁর অন্তরে সদা অঙ্কিত,
জীবন ও মরণের টানাপোড়েন থাকবে সর্বদা তাঁর দৃষ্টির সামনে।
এ নশ্বর পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে তিনি আশার নতুন দীপ প্রজ্জ্বলিত করবেন।
তাঁর হৃদয় থেকে ইল্‌ম ও আমলী স্ফুলিঙ্গের সংখ্যাতীত বিস্ফোরণ ঘটবে।

www.pathagar.com

এসব হাকীকত নিয়ে যিনি ব্যস্ত ও নিমজ্জিত থাকেন, তিনি কি
সীমালঙ্ঘন করতে পারেন? স্বভাব ধর্মের রহস্য সম্পর্কে যিনি পরিচিত
তিনি কি মিথ্যা বরদাস্ত করতে পারেন?
এতসব অকাট্য প্রমাণ কি এ কথা নিশ্চিত করে না–
পয়গম্বরের বার্তাই প্রকৃতপক্ষে মহামহিম আল্লাহরই বার্তা?

মানবজাতি এ বার্তা শুনেছে সৃষ্টির প্রথম দিন। যুগে যুগে।
এবং এ বার্তাবাহকদের মিছিল সমাপ্ত হয়েছে আখেরী নবী
নবীদের সরদার মুহাম্মদের আগমনে। (তাঁর ওপর আল্লাহর
শান্তি বর্ষিত হোক)। এরপর যদিও গত হয়েছে বহু শতাব্দী
অনেক জাতির উত্থানের পর পতন হয়েছে, হাজারো মানুষ
পয়দা হয়ে আবার হারিয়ে গেছে দুনিয়ার বুক থেকে–
কিন্তু তাঁর বাণীর প্রতিটি অক্ষর এখনো জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল,
এখনো তাঁর বাণীর প্রতিটি বিন্দু থেকে জীবনের সহস্র স্ফুলিঙ্গ
বিস্ফোরিত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল প্রান্তে আছড়ে পড়ছে তার ঢেউ।

তুমি তোমার হৃদয়কে একটু জিজ্ঞেস করে দেখো–
এ দ্বীন, এ পদ্ধতির এ অবস্থা কেন? যদি এ দ্বীন সত্য না হতো
তবে এর এমন স্থায়িত্ব কেন? এ বাণী যদি কোরআন না হয়,
তবে আল্লাহর কুদরতি হাত এর হিফাজত করছে কেন?
এটাকে ভুল বলে তুমি কি বলতে চাও আল্লাহর মহিমা মিথ্যা?
এ দ্বীন যদি স্পন্দনহীন কোন বিষয় হতো, তবে মানব জীবনে
এ আলোড়ন কেন? যদি এ দ্বীন ঝেড়ে ফেলার মত কোন বিষয় হতো,
তবে ফিতরাতের জবান, প্রকৃতির কণ্ঠ এমন নীরব ও স্তব্ধ কেন?

যদি যাচাই বাছাই করে দেখতে চাও, তবে সবদিক থেকেই
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখো না কেন? এসো, পয়গম্বরীর
প্রমাণের জন্য আরব ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করি।
লু হাওয়া ও উড়ন্ত উত্তপ্ত বালির জগত, মরীচিকার ভয়ংকর
এ দুনিয়া, রক্তিম অণুর সাগর– তাপপূর্ণ ভয়াবহ মরুভূমি।
বু-কুবাইশ ও ফারানের মসনদ– 'খাওর'-এর তখ্‌ত ও সিংহাসন

www.pathagar.com

যেখানে রয়েছে যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ, সম্পদ লুণ্ঠন,
তীর-ধনুক ও তলোয়ারের ঝঞ্ঝা। ছিল না যেখানে
নিরাপত্তা ও শান্তির কোন বিধিবিধান, ছিল না কোন শালীনতা।

মেঘ গর্জনে আসমান কম্পমান, জমীনে থরথরানি।
অস্থির রণশঙ্কা, লড়াইয়ের ধূলোয় অন্ধকার চতুর্দিক।
পৃথিবী মমতা থেকে পৃথক। সমাজ সামাজিক ব্যবস্থাহীন,
বিচ্ছিন্ন। যেনো সবটাই ফেতনার ভূমি, বিশৃংখলার দেশ,
কান্নাকাটির মকান এবং হা-পিত্যেশের স্থান। সেখানে না ছিল
জাহেরী এলম, বাতেনী নূর, না ছিল মানব প্রেম, আল্লাহর ভয়।

সেই উঁচু-নিচু উত্তপ্ত টিলা, লু-হাওয়া, ঝটিকাবর্তের ভয়,
সেই শাহ-ই-খাওর-এর শক্তিমত্তা, সেই মেঘমেদুর আকাশের
বর্ষণ কৃপণতা। সেই পাহাড়ী উপত্যকায় উটের কাতারের আড়ম্বর,
এদিক সেদিক উত্তুঙ্গ উদ্ধত পর্বতরাজির গর্ব গরিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।
একদিকে আবাদবিহীন উত্তপ্ত কংকরময় ভূমি, অন্যদিকে তীর ও
তলোয়ারের ঠোকাঠুকি–সেখানেই এলেন একজন ইয়াতীম বালক।

যাঁর নেই কোন অভিভাবক, নেই কোন ওয়ারিশ। যাঁর
পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন শত ক্লান্তির শিকার এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।
বঞ্চিত যে পিতৃস্নেহ ও মাতৃছায়া থেকে, যিনি দুঃখে জর্জরিত,
বালা-মুসিবতে ভারাক্রান্ত, যিনি সদা চিন্তামগ্ন, ব্যথা বেদনায় অশ্রুসিক্ত,
যাঁর আমোদ নেই, নেই কোন আনন্দ। যিনি কিতাব থেকে অজ্ঞ,
শিক্ষা-দীক্ষা থেকে মুক্ত। যখন চোখ খুললেন
সবদিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার পথ পেলেন রুদ্ধ।

পিতৃহীন যে বালক এরূপ দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকুলতার মধ্যে
লালিত পালিত হলেন, তিনি পয়গম্বর না হলে
পয়গম্বরী সম্বন্ধে জানলেন কিভাবে? বিশ্ব-সভ্যতা ও
তমদ্দুনের সাথে যিনি সম্পর্কহীন, তাঁর বাণী কি করে হলো
সভ্যতা ও তাহজীবের ভিত্তিমূল? নিরস মরুতে লালিত যিনি

www.pathagar.com

তাঁর প্রজ্ঞা বিশ্বকে আদর্শের ছাঁচে গড়ে তুলল কোন অলৌকিক বিভায়?
যে শিশুর জীবন গড়ে উঠেছে আজরী মূর্তির দেশে, সে শিশু কিভাবে
তৌহিদের ধ্বনি দিয়ে ফাটল সৃষ্টি করল কাফিরী মিহরাবে?
যদি এ উম্মী নবীর ধ্বনি আসমানী ধ্বনি না হয় তবে এ ফয়েজ, এ শক্তি
তিনি কোথা থেকে পেলেন? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে অর্বাচীনের দল?

হে আরবের বীর, আজমের সুলতান, আসমান ও জমীনের অভিভাবক–
পৃথিবীতে আপনি অনুগ্রহ ও মমতার সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।
বসন্তের মেঘপুঞ্জ ও প্রত্যুষের বায়ুর স্কন্ধে আরোহী হয়ে আপনার পয়গাম
যখন ছুটল দিকদিগন্তে, তখন বাতিলের বাধা অটল পাহাড়ের মত
তার পথরোধ করে দাড়াঁলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার পথ রুদ্ধ করে
এমন সাধ্য কার? নইলে বাধার ঝঞ্ঝা-পাহাড় ডিঙিয়ে
আপনার দ্বীনের আলো কি করে গ্রাস করলো তামাম জাহান?
ঝড়ের তান্ডব উপেক্ষা করে প্রদীপ্ত হলো দ্বীনের কিরণ?

হে প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র, আপনার প্রক্ষিপ্ত জ্যোতির শরীরে আছে
সমুদ্ভাসিত হওয়ার মত জীবনের অনেক মনিমুক্তো।
হে বিনাশহীন নন্দিত আলোক পুষ্প, আপনার
বিস্তারিত অমৃত সুবাসে আছে জীবনকে পরিপূর্ণ করার
অনিবার্য প্রেম আর অতুল ঐশ্বর্য।
হে পয়গম্বর-ই-ইসলাম, অনুগ্রহের প্রার্থনাসহ আপনার প্রতি
জানাই হাজার সালাম। আল্লাহর ওয়াস্তে এ অধমের প্রতি
একটু দৃষ্টিপাত করুন। আপনার রহমতের ছায়ায়
আশ্রয় দিয়ে ধন্য করুন এ মানব জীবন।

www.pathagar.com

ভালবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন

ইসমাঈল শহীদ (র.)

যে সুসংবাদ শোনার প্রত্যাশী সে যেন
সারওয়ার-এ-কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সা.),
তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের সংবাদ শোনে।
যে কারো পদাঙ্ক অনুসরণে আগ্রহী সে যেন
পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবী ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের।

কারণ সাফল্য ও সৌভাগ্য কেবল তাঁদেরই অনুগত
বিজয় ও সম্মান শুধু তাঁদেরই জন্য।
আল্লাহ ছাড়া তাঁরা কাউকে পরোয়া করে না
আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় না মুহূর্তের জন্যও।
অনন্ত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের উৎস ধারা সেইসব পবিত্রাত্মাগণ।

বৃষ্টির সামনে যারা হাত প্রসারিত করে
কেবল তারাইতো পেতে পারে সুশীতল তৃপ্তির পরশ
ধুলি মলিন জীবনকে যারা পবিত্র করার ইচ্ছা রাখে
তারাও তেমনি ছুটে যায় নবী ও তাঁর অনুসারীদের কাছে।

মানুষতো তার কাছেই ছুটে যায়
যাকেসে মুহাববত ও বিশ্বাস করে।
অতএব
ভালবাসার কাছে প্রত্যাবর্তন মানে
জীবনের কাছে ফিরে আসা
জীবনের কাছে ফিরে আসা মানে
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা।

www.pathagar.com

সরওয়ার-ই-কাওনাইন (সা.)

আরযু

ধরাপৃষ্ঠে ছিল অন্ধকারের রাজত্ব, জমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সর্বত্র ছিল
অন্ধকারের ছড়াছড়ি। সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অসভ্যতা ও অজ্ঞতার ছাঁচে, কুফরী
কীর্তিকলাপ ছিল সে সভ্যতার শোভা। সঠিক জীবন বিধান থেকে মানব জীবন
ছিল অনেক দূরে, জামানায় ছিল অন্ধকারের বিভীষিকা।
বিত্তহীন ও অসহায়দের দুনিয়ায় ছিল জুলুম ও অন্যায়ের প্রসারিত হাত,
দেশ শাসনের যত নিয়ম কানুন সবই ছিল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।
উৎপীড়ন ও নিপীড়ন ছিল সর্বত্র বিস্তারিত, আর ছিল
ক্রীতদাসদের উপর পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র অধিকার।

পৃথিবী ছিল অশ্লীলতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত,
মুর্তি পূজার কুরুচিতে পূর্ণ ছিল শয়তানী প্রাসাদ।
সর্বত্র মানুষরূপী পশুদের প্রাধান্য ছিল,
শয়তানী প্রতাপ ও রাজনীতির বাতাসে বিশ্ব ছিল পাগলপারা।
খুদীর গর্বে নিমজ্জিত হয়ে এ পৃথিবী খোদাকে ভুলে গিয়েছিল
বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল কুফর ও গোমরাহীর ঘোর অমানিশা।
অবশেষে পৃথিবীতে সৃষ্টি হলো রহমতের পরিবেশ,
আরব ভূখন্ডে একজন মহামনীষী মর্দে খোদার আবির্ভাব ঘটলো।
তিনি এসেই জামানার পরিবেশ পাল্টে দিলেন,
ক্ষুদ্রকে করলেন চন্দ্র ও সূর্যের মত দীপ্তিমান।

সেই উম্মী নবী যিনি বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন প্রেম ও পুণ্যের সবক,
প্রেমের জ্যোতিপথ আবিষ্কার করেছেন নতুন নিয়মে,
সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে গড়েছেন অদৃশ্য সেতুবন্ধন।
পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছাচারীতার যুগকে নিশ্চিহ্ন করে
মানবমন্ডলীর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অনড় বন্ধন।

হে কাবার সৌন্দর্য, প্রতিমা বিনাশকারী, আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম।
বিশ্ববাসীর প্রতি আপনার দয়া ও স্নেহের বর্ষণধারা এখনও প্রবহমান।

www.pathagar.com

আপনার বদান্যতার কথা জগত এখনও স্মরণ করে বিগলিত চিত্তে।
আপনার প্রজ্জ্বলিত আলো কোন প্রলয়ই নেভাতে পারবে না।
আপনি তো কাবার প্রভাত আর প্রতিমা প্রাসাদের সন্ধ্যা।
আপনার পবিত্র অংগন হলো লা-মাকানের সুশোভিত অন্তরংগতা,
স্বয়ং আল্লাহ যাঁর প্রতি গভীর আসক্ত।

আপনার পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ থেকে বর্ষিত হয় আল্লাহর বাণী,
আপনার প্রতিটি বাণী থেকে বিচ্ছুরিত হয় তাওহীদের স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল পয়গাম।
আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করে যদি বিশ্ব অগ্রসর হয়
তবে বিশ্ব কেবল দর্পণই হবে না, হবে দর্পণ তৈরীর কারখানা।

দরূদ ও সালাম সেই নবীর ওপর– যিনি উভয় জাহানের নেতা।
দরূদ ও সালাম সেই নবীর ওপর– যিনি সকল সৃষ্টির জন্য অনন্ত রহমত।
দরূদ ও সালাম সেই নবীর ওপর– যিনি পথিককে দিয়েছেন পথের দিশা।
দরূদ ও সালাম সেই নবীর ওপর– যিনি প্রতিটি মঞ্জিলের পথ প্রদর্শক।

তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম–
যিনি আল্লাহর গুণাবলী ও সৌন্দর্য দু'হাতে বিলিয়েছেন।
তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম–
যিনি প্রেমের তথ্য উদঘাটন করে শিখিয়েছেন প্রেম।
সেই নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম–
যিনি বিপন্ন তরণীকে তুফান থেকে রক্ষা করবেন।
সেই নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম–
যিনি অন্যের দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্য করেছেন।

দরূদ ও সালাম সেই নবীর ওপর–
যাঁর উপাধি সাইয়েদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন।
যাঁর পদচিহ্ন শোভা পায় আরশ-ই-মুয়াল্লায় আর
বিশ্বময় পরিব্যপ্ত যাঁর দ্বীন অনন্ত নবীন।

www.pathagar.com

ওগো নবী

নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্

নবীর যত বন্ধু সাহাবারা
নবী প্রেমে ছিল পাগলপারা
বিপদ বাধা দেখে কভু
হয়নি ধৈর্য হারা
প্রয়োজনে ছাড়তো গৃহ,
হতো বাস্তুহারা।

সফর কালে সফর সাথী
সঙ্গী হতো দিবা রাতি
ওহী আসার দৃশ্য তাঁরা
চোখে দেখেছিল
নবীর কাছে তালিম পেয়ে
দ্বীনকে শিখেছিল।

নবীর একটু হাসির তরে
প্রাণ দিয়েছে অকাতরে
ধন সম্পদ তাদের কাছে
তুচ্ছ অতি ছিল
তাইতো দ্বীনের বিজয় কেতন
বিশ্বে উড়েছিল।

দীন আমি গোনাহগার
যাচি তব প্রেম- দিদার
তাদের মত মোহাব্বতে
পাগল হতে চাই
ওগো নবী, কাল হাশরে
পরশ যেন পাই।

www.pathagar.com

নাতিয়াতুন্নবী

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী

নূরে-নবুয়ত এনেছিলে তুমি
হে প্রিয় হযরত
এনেছিলে সাথে নবযুগ আর
আল্লার রহমত।
আদম সন্তান যেটুকু কল্যাণ
পেলো তার সবকিছূ
তোমার পায়ের পদছাপ দেখে
এলো তারা পিছু পিছু।

জ্ঞানের দরজা আলী মুরতাজা
তাঁর মরতবা মান
কিংবা যাঁরাই পেলো তাঁর মত
সম্মান অফুরান।
সকলি তোমার নূর-কণা নবী,
তোমারি শান-বরকত
মাটির পৃথিবী তব মহিমায়
হয়ে যায় হীরে মরকত।

তব মহিমায় মরু বালুকায়
সুবাস ছড়ায় প্রেম কানন
গোমরা পৃথিবী হেসে উঠে দেখে
হে নবী তোমার ফুল-আনন।

পারিবারিক গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পারিবারিক গ্রন্থাগার
ডা মরীনা বিনতে মুজাহিদ

এতে যেসব মহামনীষীদের কবিতার অনুবাদ আছে

রাসূলপূর্ব যুগের কবি আস'আদ ইব্ন কারব আল-হিমায়ারী
রাসূলপূর্ব প্রাচীন আরবের গনক ও কবি খাতর ইবন মালিক
রাসূলের[সা.] জামানার বয়োবৃদ্ধ কবি ওরাকা ইব্ন নওফল
রাসূল [সা.]-এর চাচা কোরাইশ সরদার আবূ তালিব
শায়েরুন্নী হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)
রাসূলের প্রিয় কবি হযরত সাওয়াদ ইবন কারব (রা.)
ওজীহুদ্দীন আবদুর রহমান ইবন আলী আদ দাইবাহ আশশায়বানী
হযরত কবি নাবেগাহ আল জায়দী (রা.)
হযরত কবি আল আশয়ী (রা.)
হযরত কবি আবুল আ'লা মায়া'রী (রা.)
হযরত কবি আল কামিত (রা.)

বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)
অমর ফার্সী কবি শেখ মসলেহ উদ্দীন সা'দী(র.)
ফার্সী সাহিত্যের অমর কবি ফরিদুদ্দীন আত্তার নিশাপুরী (র.)
পঞ্চদশ শতাব্দীর ফার্সী কবি মোল্লা আবদুর রহমান নুরুদ্দিন জামী
ফার্সী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি হযরত খাকানী শিরওয়ানী(র.)
সুবিখ্যাত ফার্সী কবি হযরত নিজামী গাঞ্জভী(র.)
ফার্সী সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি সানায়ী গজনভী
ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর
ফার্সী সাধক কবি মীর্জা মাজহার জানে জাঁনা
প্রখ্যাত ফার্সী কবি বাহার মালেকুশ শোয়ারা খোরাসানী
অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি রোকনুদ্দীন আওহেদী

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাও. কাশেম নানতুবী (র.)
প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)
চতুর্দশ শতাব্দীর কবি আবুল ইরফান মুহাম্মদ উসমান বিহারী
উর্দু সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি জিগর মুরাদাবাদী
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত উর্দু কবি আকবর এলাহাবাদী
ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধক কবি কলন্দর বখত জুরআত
কালজয়ী উর্দু কবি দাগ দেহলভী
উর্দু সাহিত্যের অমর কবি জোশ মালিহাবাদী
মুজাহিদ নেতা হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র.)
লাখনৌর প্রখ্যাত উর্দু কবি আরযু
মশহুর উর্দু ও ফার্সী কবি নবাব মুহসিন-উল-মুল্‌ক্
হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)

ডিজাইন : রফিকুল্লাহ গাজালী